তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সাম্প্রদায়িক হিংসা বিল পেশের বিরুদ্ধে আমার আপত্তি

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীলকুমার শিন্ডে আজ সংসদে সাম্প্রদায়িক হিংসা প্রতিরোধ (বিচার ও ক্ষতিপূরণ পাওয়া) বিল ২০১৪ পেশ করতে চেয়েছিলেন। এবিষয়ে সংসদের বৈধ আইন প্রণয়নের যোগ্যতা না থাকার কারণে আমি বিল পেশে আপত্তি জানিয়েছিলাম। সংবিধানের ৭ নম্বর তপশিলের ধারা মেনে এই আপত্তি তুলেছি। ৭ নং তপশিলের ২ নং তালিকা হল রাজ্যের। এক নং তালিকায় সরকারি নির্দেশ ও ২ নং তালিকায় পুলিসকে ব্যবহার এবং ৪১ নং তালিকায় সরকারি পরিষেবার কথা রয়েছে। এই বিষয়গুলো পুরোপুরি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের কোনও ক্ষমতা নেই কেন্দ্রীয় আইনসভার।

প্রস্তাবিত বিলে অপরাধের নতুন শ্রেণি নির্ধারণ করা হয়েছে। উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রস্তাব রয়েছে। সাম্প্রদায়িক হিংসা রুখতে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পৃথক একটি অধ্যায় রয়েছে। আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, জড়িত সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তি ও প্রয়োজনে তাদের জরিমানা করার কথা বলা হয়েছে। এই সব বিষয়ই সম্পূর্ণত রাজ্য প্রশাসনের আওতাভুক্ত। জবাবে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বলেছেন, যত দিন এবিষয়ে রাজ্যের অধিকারে ক্ষমতা থাকছে তত দিন ফেডারেল ব্যবস্থায় কোনও আশঙ্কার কারণ নেই। এবিষয়ে আমার উত্তর, আইনসভার ক্ষমতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য রয়েছে। আইনসভার ক্ষমতা হল আইন প্রণয়ন করা। প্রশাসনিক ক্ষমতা হল আইনের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। আমার আপত্তির কারণ হল, আইনসভার আইন প্রণয়নের অধিকার নিয়ে। কেন্দ্র আইন প্রণয়ন করে রাজ্যের আধিকারিকদের বলতে পারে না যে, আপনাদের ক্ষমতা দেওয়া হল। কারণ ২ নং তালিকার অন্তর্ভুক্ত ১, ২, ও ৪১ পঙক্তিতে কেন্দ্রের এমন কোনও অধিকারই নেই। বিল সম্পর্কে বিজেপির অভিমতকে প্রায় সব বিরোধী দলই সমর্থন জানিয়েছে। সুতরাং, বিল পেশের প্রাথমিক অবস্থায় পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক।